স্মৃতিচারণ ঃ ১৯৫৭-৬১

জয়দেব চক্রবর্তী*

প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবর্ষ উপলক্ষে ছোট একটা খবর চোখে পড়ল যে এ সম্বন্ধে একটা souvenir বেরুচ্ছে। যদিও জানি এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে নিজের কোনই যোগ্যতা নেই লেখা পাঠাবার, তাহলেও লোভ সামলাতে পারলাম না।

আমি ১৯৫৭ সালে School Final পাশ করে নম্বর-টম্বর বেশ ভালই পেয়ে I.Sc-তে Presidency College -এ ভর্তি হলাম। উত্তর কলকাতার ছেলে –মাঝারি মাপের স্কুল (আমার স্কুল মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিট্যুটের আবার এই বছরই প্লাটিনাম জুবিলি হল) থেকে আসা ছাত্র – কলেজের বিল্ডিং ইত্যাদি দেখে তো হকচকিয়ে গেলাম। প্রথম ক্লাস ছিল Chemistry-র। Gallery সহ lecture theatre জীবনে ঐ প্রথম। ক্লাস নিলেন অধ্যাপক ব্রজেশ সেন। ইংরেজিতে lecture দিচ্ছিলেন। নিজেকে বেশ ইয়ে-ইয়ে লাগছিল। হঠাৎ ক্লাসে বিকট আওয়াজ। অধ্যাপক সেন কিন্তু স্মিত হেসে আশ্বস্ত করলেন যে ওটা পূর্বপরিকল্পিত। ওটায় হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশে জল তৈরী হওয়ার প্রক্রিয়াটা দেখানো হল – sort of introduction।

সেদিনই আবার Baker Hall-এ ছিল প্রিন্সিপ্যাল Mr. F.C.J. Friend Pereira-র welcome (নাকি valedictory বলব ?) দুটি ছেলে একটু দেরীতে এল। উনি permission দিয়ে বললেন, "Yes, come in boys. Don't make noise." ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করেছিলাম, মনে আছে।

আমাদের ইংরেজী ক্লাস নিতেন শ্রদ্ধেয় সুবোধ সেনগুপ্ত মশাই। এতদিন নামই শুনেছি। চোখে দেখলাম এবার। নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান লাগছিল। আরও ছিলেন P.B. (বোধহয় শ্রী পি বাগচি), আর সব নাম মনে নেই। হ্যাঁ, আরেকজন ছিলেন। শিশির চ্যাটার্জী (?) খুব Popular ছিলেন মনে আছে। উনি নাকি পুরনো ছাত্র চিনতেন ওঁকে দেখে কেউ হাতের সিগারেট লুকোলে। বাংলায় ভূদেব চৌধুরী, অরুণ মুখার্জী ও আরও কয়েকজন। ভূদেব বাবু "গৌরচন্দ্রিকা" কবিতাটা পড়ানোর গৌরচন্দ্রিকাই করলেন বেশ কটা period ধরে। নাটকীয় প্রস্থান ওঁর পড়ানোর অঙ্গ বলে মনে হত। অবশ্য তখন বয়সই বা আমাদের (তার সাথে ওঁরও) কীই বা ছিল।

আমাদের 4th subject ছিল Geology। কেন জানি না, ঐ একটি ব্যাপারেই বেশ উৎসাহ পেতাম। বন্ধুরও জম্মাল ওখানেই বিশেষ করে। বিভাগীয় প্রধান ছিলেন স্বর্গত সন্তোষ রায়। ও রকম সহজ করে পড়ানো আমি জীবনে দেখিনি (অনেকেই নাকি এ কথা বলে)। আরেকজন ছিলেন অরুণ রায়। "Now" কথাটা খুব ব্যবহার করতেন। মনে আছে ওঁর ক্লাসে শঙ্কর মজুমদার (বর্তমানে Geological Survey of India-র Senior Geologist) এবং আমি প্রতিটি "Now" – এর সঙ্গে টেবিলে chalk ঠুকে গুনতাম। একদিন আমার count হয়েছিল ৩৮ বার। শঙ্করের ৩৯ বার। আরেকটি ছেলে ছিল দেবকুমার দাশগুপ্ত। (এখন বোধ হয় Presidency College-এই Geology পড়ায়)। St. Lawrence থেকে stand করা ছেলে। আমি জীবনে প্রথম দেখলাম কেউ class করতে আসছে স্যুট-টাই পরে। অবশ্য কয়েকদিন পরেই জানা গেল ও দেবানন্দের ভক্ত। Common জমি পেতে আর বিশেষ অসুবিধা হয়নি। দেবাশীষ চ্যাটার্জী আরেকজন (বর্তমানে G.S.I. তে)। দার্জিলিং-এ St. Pauls – এর ছাত্র ছিল। ও রকম ready wit জীবনে কমই দেখেছি। তখন (এখনও হয় কিনা জানি না) St. Xaviers-এর সঙ্গে Presidency-র cricket খেলা ব্যাপারটা বেশ বড়সড় ভাবে হত। ওদের টিমে প্রকাশ পোদ্দার (পরে test খেলে) দারুণ ব্যাট করছিল। ওদের supporter -রা বলছিল– "Prakash is playing copy book cricket"। হঠাৎ ফালতু out হয়ে গেল পোদ্দার, আর দেবাশীষের চট জলদি মন্তব্য – "copy book-এ বোধ হয় printing mistake ছিল"। প্রত্যেকেই St. Xaviers-এর ছাত্রেরা সহ হো-হো করে হেসে উঠেছিল।

আমাদের cricket team ভালই ছিল। ভাল batsman ছিলেন অতীশদা। অতীশ সিংহ (Member of Parliament)। standard ব্যাট করতেন। টেবিল টেনিসটাও ভাল জমত ওঁর সঙ্গে প্রশান্তদা বলে আরেক-জনের। কে যে কোথায় সব হারিয়ে গেল। ভাবতেই ভাল লাগে না আজ এই পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই বয়সে।

---

* প্রাক্তন ছাত্র ১৯৫৭-৬১ (ভূবিদ্যা)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

Debate ব্যাপারটা দারুণ জমত। আমরা যখন 3rd year –এ পড়ি (আমার Geology Hons. ছিল), তখন মনে আছে সিদ্ধার্থ রায় খুব popular hero—সদ্য বিধান রায়ের ministry থেকে পদত্যাগ করেছেন। উনি debate করতে এলেন (বিষয় মনে নেই)। অন্যদের মধ্যে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী, জলি কল, সুধাংশু দাশগুপ্ত ইত্যাদি বাঘা বাঘা বক্তা। সিদ্ধার্থ রায় হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "Presidency College is the best in India, if not in Asia"— তখন সে কী হাততালি।

আমাদের cultural function-গুলোও বেশ হত। দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্র সব function-এই আসতেন। Baker Hall-এ হত। একবার মনে আছে অনেক অনুরোধে ওঁরা duet গেয়েছিলেন – "নৃত্যের তালে তালে"। যারা সেদিন ছিলাম, তাদের নিশ্চয়ই সেই গায়ে কাঁটা দেওয়া অনুভূতিটা মনে আছে। কে আসতেন না ? দ্বিজেন মুখার্জী, চিন্ময় চ্যাটার্জী, সবাই। চিত্রলেখা চৌধুরী কলেজের ছাত্রী তখন। সেই থেকেই বোধ হয় খ্যাতি ওনার। Physics-এর ছাত্রী ছিলেন। আরেকটা বড় আকর্ষণ ছিল থিয়েটার। "চলচিত্তচঞ্চরী" বইটা কেন জানি না, আমাদের college-এ খুব favourite ছিল। শেষ দেখি Star theatre-এ; আমি সেবারে Common Room Secretary ছিলাম। বার্ষিক Steamer party-র কথা বলতে তো ভুলেই গেলাম। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা হত। দীপক রুদ্র (Food Supply Deptt-এর Secretary) ইত্যাদি ইত্যাদি বেশ জমিয়ে রাখতেন। বেশ smart ছিলেন ভদ্রলোক মনে আছে। দু বছরের senior ছিলেন আমাদের। আমার স্মৃতিরোমন্থন থেকে বুঝতেই পারা যাচ্ছে পড়াশোনার বিশেষ ধারে কাছে যেতাম না। Geology-র theoretical ব্যাপারের থেকে tourগুলোতে যাওয়াই ছিল বেশী পছন্দ। Dr. A. K. Bannerjee এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন আমাদের। মনে আছে Khajuraho যাওয়া হয়েছিল একবার Satna ও Panna (M.P.) হয়ে Majgaon mines দেখতে যাওয়ার সময়ে।

প্রত্যেকেই প্রতিদিন কি করা হল, এক পাতা করে লিখতে হত ও দেখাতে হত। Khajuraho সম্বন্ধে সবাই লিখলাম "beautiful temples"। Dr. Bannerji সবার খাতায় একটা করে line যোগ করলেন "These are made of red sandstones"—Geology-র গন্ধ আসার জন্য।

আমাদের সময়ে 3rd year থেকে co-education চালু ছিল। সেই সুবাদে আমার ছোড়দিও B.A. পড়তে এল Philosophy Hons. নিয়ে। কল্পনা alias কপাই চক্রবর্তী (এখন চ্যাটার্জী)। দিদিদের সাথে পরে বেশ নাম করা অনেক ছাত্র ছিলেন। পল্লব সেনগুপ্ত, অশোক চ্যাটার্জী, বিজন পুরকায়স্থ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরনো কথা চালাতে গেলে শেষ করা যাবে না। Coffee House –এর কথা ইচ্ছে করেই লিখলাম না। সবাই-ই ও রসে চুমুক দিয়েছেন। সেই ইসমাইলের সিগারেটের দোকান, ইত্যাদি।

জীবনে সবচেয়ে দুঃখ পেয়েছিলাম বোধহয় পারিবারিক কারণে 4th year-এ হঠাৎ বিদায় নিয়ে কলকাতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে। না, না, Naxal ব্যাপার না। অন্য ব্যাপার। এখন I.P.S.-এ সরকারী কর্মচারী। কারো কারো সঙ্গে হঠাৎ কলেজের কথা উঠলেই মন কেমন করে। পাশ দিয়ে যেতে গেলে Hare School থেকে তাকিয়ে থাকা শুরু করি College building শেষ হওয়া পর্যন্ত। তাকিয়ে থাকি। এই কলেজের জীবনটা সত্যি জীবনের কয়েকটা বছরকে সারা জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অংশে পরিণত করেছিল। অনেক কিছুই হয়তো করতে বা হতে পারতাম, কিছুই করা হলো না – কিন্তু যেটুকু হয়েছে, সেটুকু এই কলেজের দৌলতেই হয়েছে বোধহয়। জীবনের এই পাওনার জন্য আমি আমার College-এর কাছে সত্যি ঋণী।

বহু দিকপাল অধ্যাপক ছিলেন তখন। এখনও নিশ্চয় আছেন। সর্বশ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ভবতোষ দত্ত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, নন্দকুমার ঘোষ (অঙ্ক), রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। কার নাম বাদ দেব। এরা যে কোন দেশের যে কোন সময়ের গর্ব করার মত সম্পদ।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073